ইমাম হোসাইন
ও
পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ

11-August-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه　وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه　وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰی یُبَلِّغَنِیْهَا অর্থাৎ যে একবার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন এবং একজন ফিরিশতা ঐ দরূদ আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। **(মু'জাম কবির, ৮/১৩৪, হাদীস: ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে করিমে হাসনাইনে কারিমাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا'র আলোচনা

হযরত আল্লামা পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হলো সৈয়্যদজাদা, নিশ্চিত আল্লাহ পাকের অলিয়ে কামিল ও আশিকে রাসূল, পহেলা রমযানুল মোবারক ১২৭৫ গুলড়া শরীফ জিলা রাওয়ালপিন্ডি -এ জন্মগ্রহণ করেন, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর বংশধর, ২৭ই সফরুল মুযাফফর প্রায় ৮১ বছর বয়সে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন, কুরআন ও হাদীসের এতই গভীর জ্ঞান রাখতেন যে اَللّٰهُ اَكْبَرْ! একবার এক ইংরেজ পাদ্রী পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে হাজির হলো এবং সে একটি অবাক প্রশ্ন করল, বলল: তোমরা মুসলমানরা এটা দাবী করো যে কুরআনে পাকে প্রতিটি বিষয়ে বর্ণনা, এই দাবী ভুল, দেখ! ইমাম হোসাইন (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) তোমাদের নবী (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাতি, তিনি কারবালার প্রান্তরে ইসলামের খাতিরে

এতো বড় কুরবানী দিয়েছেন, তিনি কুরআনে করিমের, তোমাদের দ্বীনের এতো বড় খাদিম, তারপরও কুরআনে করিমে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম পর্যন্ত নেই। সুতরাং মুসলমানদের এই দাবী কুরআনে করিমে প্রতিটা জিনিসের বর্ণনা রয়েছে, এই দাবী একদম সঠিক নয়।

পীর মেহের আলী শাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রশান্তির সহিত ইংরেজের আপত্তি শুনলেন, যখন সে তার কথা শেষ করল তখন বললেন: তুমি কি কুরআন মাজিদ পড়েছ? পাদ্রী বলল: জি, হ্যাঁ! পড়েছি, এখনো কুরআন আমার পকেটে আছে, (এটা বলে ঐ ইংরেজ তার পকেট থেকে কুরআন মাজিদ বের করল ও বলল:) বলুন: কোথা থেকে পড়বো?

এখন একটু মনোযোগের সহিত সত্যিকারের আশিকে রাসূল, আলিমে দ্বীন হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইলমী শান ও মর্যাদা শুনুন! বললেন: পাদ্রী সাহেব! কুরআন পড়ো, যে কোন অংশ থেকে পড়ো! পাদ্রী আদব সহকারে বসে গেলো এবং আরবী বচন পদ্ধতিতে তাজভিদ সহকারে পড়া শুরু করে দিল।

একটু চিন্তা করুন! সে কিন্তু কাফির। কুরআনে করিম নিজের সাথে রেখেছে, কাফির কিন্তু কুরআনে করিমকে আদবের সাথে আরবী বচন পদ্ধতি তাজভিদ সহকারে পাঠ করে। মনে হচ্ছে হয়তো তার কুরআনে পাকের প্রতি ঐ আদবের ছিলো যে তাকে তাকদির পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খিদমতে নিয়ে এসেছ। অতএব! পাদ্রী সাহেব পড়া শুরু করল: اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡم، بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم۔ এতটুকু পড়েছিল, পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থামিয়ে দিলেন এবং বললেন: ইলমে আ'দাদের দিক দিয়ে بِسۡمِ اللّٰہ শরীফের ৭৮৬ সংখ্যা রয়েছে। এখন একটু লিখুন:

শব্দ “ইমাম হোসাইন” এর সংখ্যা: ২১০ “ইমামে হোসাইনের জন্মসাল” ৪র্থ হিজরি
তাঁর শাহাদাতের সাল: ৬১ হিজরি শব্দ “কারবালা” এর সংখ্যা: ২৬১
শব্দ “ইমাম হাসান” এর সংখ্যা: ২০০ ইমাম হাসানের শাহাদাতের সাল: ৫০ হিজরি

২১০+৪+৬১+২৬১+২০০+৫০ সর্বমোট কত হয়? ৭৮৬। পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: এ পাদ্রী! কুরআনে পাকের একটাই আয়াত যেটা তুমি পড়েছ, সেটাতেই ইমাম হোসাইনের নামও রয়েছে, ইমাম হোসাইনের জন্ম সালও রয়েছে, ইমামের হোসাইনের শাহাদাতের সালও রয়েছে, ইমাম হোসাইন যেই স্থানে শহীদ হয়েছে, ঐ স্থানের নামও উল্লেখ রয়েছে এবং সাথে সাথে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভাইজান ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম এবং শাহাদাতের সালও উল্লেখ রয়েছে এবং এই আয়াত থেকে এটা বুঝাগেলো, এই দুইভাই হলেন ইমাম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا)। এখনো তো কুরআনে করিমের একটি আয়াত, সামনে অগ্রসর হন তো হয়তো তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাবলিও পাওয়া যাবে। **(মেহের মুনির, ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠা)**

ইংরেজী পাদ্রী যখন এই ঈমান সতেজকারী উত্তর শুনলো তখন তার অন্তরে হিদায়তের নুর আলোকিত হয়ে উঠল এবং সে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েগেলো। **(তাহরিক পাকিস্তান মে ওলামায়ে কেরাম কা কিরদার, ৬৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান সতেজকারী ঘটনাকে সামনে রেখে আশিকানে রাসূল ওলামাদের ইলমী শান ও মর্যাদা তুলে ধরেছে, কেমন সুন্দর বাচন ভঙ্গিতে, উপস্থিত বুদ্ধি (অর্থাৎ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া,

তৎক্ষণাৎ) উত্তর দিলেন। অতপর এর সাথে সাথে কুরআনে পাকের বৈশিষ্ট্যও দেখুন শুধুমাত্র একটি بِسۡمِ اللہ শরীফের মধ্যে কতগুলো বিষয়ে বর্ণনা হয়ে গেলো, আর এরকম নয় যে بِسۡمِ اللہ শরীফের মধ্যে ব্যস এতগুলো বিষয়ের বর্ণনা, ইসলামী চতুর্থ খলিফা, ইলমের শহরের দরজা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যদি আমি চাই যে بِسۡمِ اللہ শরীফের তাফসীর দিয়ে ৭০টি উট ভর্তি করে দিবো (অর্থাৎ এতগুলো কাগজ লিখা হবে যে সেই কাগজগুলো ৭০টি উটের রাখা যাবে)। **(আল ইতক্বান ফি উলুমিল কুরআন, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)** এটা এখনো কুরআনে পাকের একটি আয়াত, অনুমান করুন! পুরো কুরআন শরীফের জ্ঞানের কতো সমুদ্র থাকবে?

অতপর এই ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব মাদানী ফুল অর্জিত হলো: ইমাম হাসান মুজতবা ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শান ও মর্যাদা, কুরআনে করিমে তাঁদের উত্তম আলোচনা থাকা। যেসব লোক কুরআন করিম বুঝে, যারা কুরআনে করিমের রহস্য সম্পর্কে জানে, যারা কুরআনে করিম পড়ার ও অনুধাবনের জন্য জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে, তারা জানে যে, কুরআনে হাসনাইনে কারিমাইনের কি সুন্দর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, দেখে নিন! এক আশিকে রাসূল, অভিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শুধুমাত্র بِسۡمِ اللہ শরীফের মধ্যে হাসনাইনে কারিমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মোবারক জীবনের পুরো নকশা নিয়ে এসেছেন।

এটি হলো পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিজের সুন্দর আলিম সূলভ দৃষ্টিভঙ্গি, আর না হয় কুরআনে করিমে অনেক স্থানে হাসনাইনে কারিমাইনের স্পষ্ট আলোচনাও উল্লেখ রয়েছে, আসুন শ্রবণ করি!

পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩, ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

پارہ:22، سورۂ اَحْزاب، آیت:33

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ, তোমার থেকে সবধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দিবেন।

তাবরানী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীসে পাক রয়েছে, নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হযরত ফাতেমা এবং হাসনাইনে কারিমাইনগণকে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا চাদর মোবারকের মধ্যে নিয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। **(মুসলিম, ৯৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৪)** একটি বর্ণনায় রয়েছে: হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: মাওলা! এরা আমার আহলে বাইত, এদেরকে পুতঃপবিত্র করে দাও। **(তিরমিযি, ৮৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৭৫)**

পারা: ২৫, সূরা শূ'রা, আয়াত: ২৩, ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لَّاۤ اَسْــٴَـلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ

پارہ:25، سورۂ شُوریٰ، آیت:23

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা কিন্তু নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা।

সুলতানুল মুফাসসিরিন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নিকট আত্মীয় যাদেরকে ভালবাসতে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন, এরা কারা? বললেন: আলী, ফাতেমা ও তাঁদের দুই ছেলে অর্থাৎ হাসনাইনে কারিমাইনে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا। **(মু'জাম কবির, ২/১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৭৫)**

পারা: ৫, সূরা নিসা, আয়াত: ৫৪ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَمۡ یَحۡسُدُوۡنَ النَّاسَ عَلٰی مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ

پارہ:5، سورۃ نساء، آیت:54

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সেটারই উপর, যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন।

হযরত ইমাম বাকের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ বলেন: এই আয়াতে করিমার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে ঐসব লোক যাদের আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহ দান করেছেন আর যেগুলোর উপর কাফির ও মুনাফিক হিংসা করে, আল্লাহ পাকের শপথ! এই "আহলে বাইত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা আহলে বাইত। **(আস সাওয়ায়িকুল মুহাররক্বা, ১৯০ পৃষ্ঠা)**

আহলে বাইত কারা?

এছাড়াও কুরআনে করিমের অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে আহলে বাইতের শান ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, নিশ্চয় হাসনাইনে কারিমাইনও এসব মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত কেননা এরাও আহলে বাইত। আহলে শব্দের অর্থ: সদস্য আর বাইত অর্থ: পরিবার সুতরাং উভয়টার একসাথে অর্থ হলো পরিবারের সদস্য। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত কারা? সর্বপ্রথম হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবিগণ, যাদেরকে কুরআনুল করিমে উম্মাহাতুল মু'মীনিন (মু'মিনদের মা) বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁদের পর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সন্তান-সন্তুতি, তাঁর সকল শাহাজাদা, চার শাহজাদী এবং এসব শাহজাদীদের সন্তান-সন্তুতি, এসকল লোকদের আহলে বাইত বলা হয়, সুতরাং কুরআনে পাকে যত আয়াতে আহলে বাইত বলে সম্ভোধন করা হয়েছে, ঐসকল আয়াতের মধ্যে হাসনাইনে কারিমাইনের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمَا কথাও উল্লেখ রয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

✸ সুলতানে কারবালা, সাইয়্যিদুশ শোহাদা, ইমাম আলী মক্বাম, ইমাম আরশে মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নবীর দৌহিত্র ✸ মাওলায়ে কায়িনাত, মাওলা আলী এবং প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা, সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর শাহজাদা ✸ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ৫ই শা'বান, ৪ হিজরি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ✸ প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম: হোসাইন এবং শাব্বীর রেখেছেন ✸ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ ✸ উপাধি: সিবতে রাসূল (রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি) ও رَیۡحَانَةُ الرَّسُوۡل (অর্থাৎ রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল) **(সাওয়ানিহে কারবালা, ১০৩ পৃষ্ঠা)** ✸ নিয়ামতের বন্টনকারী জান্নাতের মালিক প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতবা এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সম্পর্কে বলেন: আমার এই দুইটি সন্তান জান্নাতী যুবকদের সর্দার **(মু'জাম কবির, ২/১৭৪, হাদীস: ২৫৪৯)** ✸ এক হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنۡ اَحَبَّهُمَا فَقَدۡ اَحَبَّنِیۡ যে এই দুইজনকে (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল اَبۡغَضَهُمَا فَقَدۡ اَبۡغَضَنِیۡ আর যে এই দুইজনের সাথে শত্রুতা করলো সে (মূলত) আমার সাথে শত্রুতা করল **(মু'জাম কবির, ২/১৮২, হাদীস: ২৫৮১)** ✸ প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতেন: رَیۡحَانَتَایَ مِنَ الدُّنۡیَا (অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন দুনিয়াতে আমার দুইটি ফুল **(তিরমিযি, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৭৭)** ✸ প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর কাছ থেকে সুঘ্রাণ নিতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। **(তিরমিযি, ৮৫৬, হাদীস: ৩৭৭৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের সাথেই তাঁর শাহাদাতের সংবাদও জানা হয়েগিয়েছিল, হযরত জিবরাঈল আমিন عَلَیۡہِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে সংবাদ দিলেন যে ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার নাতিকে আপনার উম্মত শহীদ করে দিবে, হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام তাঁকে শাহাদাতের স্থান অর্থাৎ কারবালার মাটিও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করেছেন। **(সাওয়ানিহে কারবালা, ১০৬ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাকদিরের লিখা পূরণ হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ৭২জন বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে, ১০ই মুহররম, ৬১ হিজরিতে কারবালার ময়দানে পাপিষ্ট ইয়াজিদের বিরুদ্ধে সত্যের কণ্ঠ উঁচু করে, নানাজানের দ্বীনের পাহারা দিতে, জুলুম সহ্য করে, দুঃখ ও পেরেশানের পাহাড়ের সামনে অটল থেকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত, বীরত্বের সহিত, শান ও মর্যাদার সাথে শহীদ হয়েছেন আর দুনিয়ার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে রুকে দাড়ানোর, সত্যের উপর অটল থাকার, দ্বীনদারীর, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার, সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করার, বীরত্বের, বাহাদুরির, অটলতার এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারবালার ঘটনা অনেক প্রসিদ্ধ, সাধারণত আমরা এই ঘটনাবলি পড়ে থাকি, যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে, সঠিক বর্ণনায় কারবালার ঘটনাবলি পড়তে চান তাহলে মাকতাবাতুল মদিনার ২টি কিতাব "সাওয়ানিহে কারবালা" ও "আয়িনায়ে কিয়ামত" পড়ে নিন। আজ আমরা اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ الۡکَرِیۡم! কারবালার ঘটনাবলি থেকে

অর্জনকৃত কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه! হোসাইনী, اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমরা ইয়াজিদের কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট ছিলাম, অসন্তুষ্ট আছি এবং থাকব, সুতরাং আজকে আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনী থেকে, কারবালার ঘটনাবলি থেকে অর্জিত মাদানী ফুল শুনে, সেগুলো নিজেদের অন্তরের ফুলদানীতে সাজানোর চেষ্টা করবো যাতে এর উপর আমল করে সত্যিকারের হোসাইনী হওয়ার প্রমাণ দিতে পারি।

(১) ঈমানী চেতনা হিকমতে আমলী সহকারে

প্রথম মাদানী ফুল যেটা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় সেটা হলো: ঈমানী চেতনা হিকমতে আমলী সহকারে। সাধারণত যেই ভঙ্গিতে এবং যেই স্থানে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মানসিকতার বর্ণনা দেয়া হয়, তা দ্বারা এমন মনে হয় যেন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, مَعَاذَ الله! (আল্লাহর পানাহ!) অনেক উৎসাহী ছিলো, সুতরাং যখন পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ ক্ষমতার আসনে বসল, তিনি উত্তেজিত হয়ে, ৭২জন সৈনিক নিয়ে কারবালার ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন এবং ইয়াজিদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েগেছেন। অথচ বিষয়টি এরকম নয়, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমানী চেতনা সম্পন্ন ছিলেন, হাদীসে মোবারকাও অধ্যয়ন করতেন, হাদীসে মোবারকা বুঝতেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্বীনের হিকমত বুঝতেন, দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন, এজন্য ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঈমানী চেতনা শুধুমাত্র চেতনা ছিলো না বরং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেতনা ছিলো ঈমানী চেতনা, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদাত তো অনেক আগে থেকে লিখা ছিলো, তিনি কারবালার ময়দানে শহীদ হওয়ার ছিলো, সেটার কারণ হওয়ারই

ছিলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ স্বয়ং নিজের শাহাদাতের কথা জানতেন, তা সত্বেও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কোন মূহুর্তে হিকমতে আমলী ছেড়ে দেননি, এরকম নয় যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ উঠল আর কারবালার ময়দানে গিয়ে ইয়াজিদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েগেছেন বরং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সম্পূর্ণ হিকমতে আমলী দ্বারা কাজ করেছে এবং পরিপূর্ণরুপে কুরআন ও হাদীস বুঝে সম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সহিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দ্বীনের উপর পরিপূর্ণ আমল করে দ্বীনের জন্য কুরবানী পেশ করেছেন।

এখন এখানে দুইটি বিষয়, এক: ইয়াজিদের বাইয়াত করা, এতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ একবারে সমর্থন করেননি, এক সেকেন্ডের কোটি কোটি ভাগের একভাগও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করেননি। দুই: ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আমলীভাবে অগ্রসর হওয়া, এতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হিকমতে আমলী অবলম্বন করেছেন, অভিশপ্ত ইয়াজিদ ৬০ হিজরিতে রজব মাসের মধ্যে আসনে বসে গেলো, ইয়াজিদ মদিনা মুনাওয়ারার গভর্ণর ওয়ালিদকে চিঠি লিখে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর কাছ থেকে বাইয়াত নিতে বলল, ওয়ালিদ রাতের মধ্যেই ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর নিকট পয়গাম পাঠাল, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ওয়ালিদের নিকট তাশরিফ আনলেন, ওয়ালিদ ইয়াজিদের নিকট বাইয়াত হওয়ার কথা বলল, এতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন না বরং নিজের পরিবারকে সাথে নিয়ে মক্কা শরীফে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। রজব থেকে যিলহজ্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৫ মাস ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ মক্কায়ে মুকাররমাতে রইলেন এবং এর মধ্যে নিরবতা অবলম্বন করলেন। এই ৫ মাসের মধ্যে কূফাবাসীদের পক্ষ হতে

লাগাতার চিঠি আসল, কুফা বাসীগণ দরখাস্ত করত: হুজুর! ইয়াজিদ স্পষ্ট ফাসিক এবং জালিম, আমরা তার হাতে বাইয়াত হতে চাইনা, এই সময় দুনিয়ার জমিনে আপনিই খিলাফতের হকদার, আপনিই ইয়াজিদকে জুলুম ও অত্যাচার থেকে বাধা দিতে পারবেন, আপনি তাশরিফ আনেন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবো, আপনার জন্য প্রাণ, সম্পদ সবকিছুর পেশ করে দিবো।

এখন শরয়ী মাসআলা হলো এক দিকে অযোগ্য, অন্য দিকে খিলাফত ও বাইয়াতের যোগ্য, মুসলমান ঐ যোগ্য ব্যক্তিকে আরজ করে যে আপনি এই পদ গ্রহণ করুন যাতে উম্মত অযোগ্য ব্যক্তির জুলুম ও অত্যাচার থেকে বেঁচে যায়, এই অবস্থায় যে ব্যক্তি খিলাফত ও পদের যোগ্য তার উপর আবশ্যক হলো সে যেন পদ গ্রহণ করে যাতে মযলুমদের সাহায্য হয়। যখন কূফা বাসীরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে চিঠি প্রেরণ করে বারবার সংবাদ দিলো তো এখন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য আবশ্যক ছিলো যে তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আমলীভাবে অগ্রসর হওয়া, আর না হয় কূফাবাসীরা কিয়ামতের দিন এই অভিযোগ করতো যে; হে আল্লাহ পাক! আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে বারবার আরজ করেছিলাম, যেহেতু ইমাম হোসাইন তাশরিফ আনেননি তো আমরা অপারগ হয়েগেছি ও ইয়াজিদ যদিওবা জালিম ছিলো, ফাসিক ছিলো, আমাদের তার হাতে বাইয়াত হতে হয়েছে।

এজন্য যখন শরয়ী আবশ্যক হয়েগেলো তো ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐসময় হিকমতি আমলী অবলম্বন করেছেন এবং কূফার অবস্থা জানার জন্য নিজের চাচাত ভাই ইমাম মুসলিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে কূফায় পাঠিয়ে দেন।

এসব হিকমতে আমলী অবলম্বন করার পর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কূফায় যাওয়ার উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। কিন্তু আফসোস! কূফাবাসীদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বের হলো, তারা স্বয়ং নিজেরাই চিঠি লিখে লিখে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে কূফা ডেকে এনে তাঁকে ইয়াজিদের বাহিনীর কাছে সোপর্দ করে দিলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এখনো রাস্তাই ছিলো ইয়াজিদ বাহিনী তাঁর রাস্তা আটকে দিল, এইভাবে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালা পৌঁছে এবং দ্বীনের হেফাযত করতে ৭২টি প্রাণ কুরবান দেন এবং সর্বশেষ স্বয়ং নিজেও শাহাদাতের সুধা পান করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, সত্যিকার হোসাইনী হওয়া, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুরআনে করিম বুঝতেন, আমরাও কুরআনে করিম অনুধাবন করে থাকি, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাদীসে পাকের আলিম ছিলেন, আমরাও হাদীসে পাকের ইলম হাসিল করে থাকি, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্বীন বুঝতেন, পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসরণকারী ছিলেন, আমাদেরও উচিত নিজেদের মধ্যে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি করা, আল্লাহ পাক ও রাসূল যা হুকুম দেয়, সেটা অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত দেয়া। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইয়াজিদ আসনে বসা থেকে কারবালার ময়দানে শহীদ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজে হিকমতে আমলী অবলম্বন করেছেন, আমাদেরও উচিত হিকমতে আমলী সহকারে নেকীর দাওয়াত দেয়া আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমলের তাওফিক দান করুক আমিন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) কারবালার মধ্যে আসল লড়াই দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে ছিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারবালার ঘটনাবলির ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন? সকলে জানে: ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُও ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো ইয়াজিদের সাথে কি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো? সকলে জানে যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিলো না? তাহলে কি مَعَاذَ الله! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ মুকুট ও আসন চেয়েছিলেন? আল্লাহ পাকের শপথ! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ক্ষমতার মুকুট ও আসন চাননি, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তো জান্নাতী যুবকদের সর্দার বরং জান্নাতের মালিক, নিয়ামত বন্টনকারী, প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি, দুনিয়ার হাজারো মুকুট, লাখো আসন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর কদমের ধূলোর সমান নয়। তারপরও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কেন লড়েছেন? এটার অনেক সহজ ও স্পষ্ট উত্তর হলো: ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ মূলত দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। অভিশপ্ত ইয়াজিদ দ্বীনের পরিপন্থী ছিলো, ইয়াজিদ দ্বীনকে শরীয়াতের বিধানকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, ইয়াজিদ দুশ্চরিত্র ছিলো, দুশ্চিরত্রকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, ইয়াজিদ জালিম ছিলো, ফাসিক ছিলো, এজন্য ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে আমলীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ যখন কূফা তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় ইয়াজিদ বাহিনী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর কাফেলা আটকালেন, ঐসময় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ খুতবা দিচ্ছিলেন, ঐ খুতবার মধ্যে কারবালার আসল উদ্দেশ্য ও কারবালার পুরো ইতিহাসের বর্ণনা,

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জালিম বাদশাহকে দেখে, এমন বাদশাহ যে হারামকে হালাল করে, আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা ভঙ্গ করে, সুন্নাতের পরিপন্থী হয়, আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের মধ্যে গুনাহ ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে দেয়, এরকম বাদশাহকে অবলোকনকারী যদি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে ঐ বাদশাহকে নেকীর দাওয়াত না দেয়, ঐ ব্যক্তিও ঐ বাদশার সাথে (শাস্তির স্থানে) দন্ডায়মান হবে। **(তারিখে তিবরি, ৩/৩০৬ পৃষ্ঠা)** হে লোকেরা! (অর্থাৎ ইয়াজিদ ও ইয়াজিদিরা) শয়তানের অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে নিয়েছে, আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে, ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ পাকের হুকুমের সীমা অতিক্রম করেছে, হারামকে হালাল করেছে, হালালকে হারাম বানিয়েছে এবং আমি এই বিষয়ের হকদার (অর্থাৎ ইয়াজিদকে তার জুলুম থেকে বাধা প্রদান করা আমার উপর আবশ্যক)।

হে আশিকানে রাসূল ও আহলে বাইত, হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! ইমাম হোসাইন এর এই ঈমান সতেজকারী খুতবার এক একটি শব্দ বলতেছে যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে ছিলেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ! জুলুমের বিপক্ষে ছিলেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ গুনাহের বিপক্ষে ছিলেন, ইমাম হোসাইন দ্বীনের হেফাযতকারী ছিলেন আর আমরা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর গোলাম, আমরা হোসাইনী আদর্শ পছন্দ করি, আমরা ইয়াজিদি কর্মকান্ডকে ঘৃণা করি।

এখন একটু ন্যায়ের সাথে আমরা আমাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করি, আমাদের অবস্থান কি আমাদেরকে হোসাইনী হওয়ার সাক্ষ্য

দেয়, আমাদের পোশাক আমাদেরকে হোসাইনী হওয়ার সাক্ষ্য দেয় কি? আমাদের চেহারা, আমাদের জীবনের ধরন, আমাদের চাল-চলন এসবকিছু আমাদেরকে হোসাইনী হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কি? যদি না দিয়ে থাকে তাহলে হে আশিকানে রাসূল! হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হে আশিকানে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ! একটু চিন্তা করুন! আমরা কোন দিকে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর আসল লড়াই দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে ছিলো, আমরা কি আজ হোসাইনী দাবীদার, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর গোলাম দাবীদার, দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের অংশিদার নয় কি? ইয়াজিদ কি করত? ইয়াজিদ পাপিষ্ঠ ছিলো, আমাদের সমাজে কি পাপ ও মন্দ কার্যাদি হচ্ছে না? ইয়াজিদ মানুষকে স্বাধীন (দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন) করতে চেয়েছিল, আমাদের সমাজে কি এই স্বাধীনতা বিরাজ করছে না? ইয়াজিদ নির্লজ্জ ছিলো, আমাদের সমাজে কি নির্লজ্জতা ছড়িয়ে পড়েনি? ইয়াজিদ নামাযের প্রতি উদাসীন ছিলো, বর্তমান সমাজে কি অসংখ্য লোককে নামাযের প্রতি উদাসীনতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? মসজিদ নামাযী শূণ্য হচ্ছে, গুনাহের আড্ডা আবাদ হচ্ছে না, বেইমানী, দুই নাম্বারী, খুন-খারাবী, গুনাহ, জুলুম, বাড়াবাড়ি, ঝগড়া-বিবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে না, এসবকিছুর সম্পাদনকারীরা কি হোসাইনী দাবী করার হকদার হতে পারে? কখনো হতে পারে না। যারা দ্বীনকে বিবেকে নিয়ে আসে, যারা কুরআন হাদীসের শিক্ষাকে مَعَاذَ اللّٰہ! আঙ্গুল উঠায়, যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি চ্যানেলে বসে ধর্মের বিপক্ষে কথা-বার্তা বলে, তারা কি হোসাইনী দাবী করার হকদার? কখনো না। অতঃপর ঐসব নিজেদের ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখুন যে, যারা গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে, যারা দ্বীনদার তো বটে, যারা নামায তো পড়ে কিন্তু

ইয়াজিদিদের এই সয়লাভের পরিপন্থি, গুনাহের অন্ধকারের পরিপন্থি, দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে দাঁড়ায় না, নেকীর দাওয়াত দেয় না, গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করে না, এরা কি হোসাইনী দাবী করার হকদার?

اَللّٰهُ اَکۡبَرُ!اَللّٰهُ اَکۡبَرُ! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর ঈমানী চেতনা তো দেখুন! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কারবালার ময়দানেও নেকীর দাওয়াত দিতে রইলেন, ইয়াজিদি, ক্ষমতার নেশায় মত্ত ছিলো, ইয়াজিদি জুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকারে চলে গিয়েছিল, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ঐসময়েও তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করছিলেন, এই পর্যন্ত যে ১০ মুহররমের ভোর বেলা কারবালার ময়দানে লড়াই শুরু হলো, এরপূর্বেও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ খুতবা দিচ্ছিলেন: ইয়াজিদিদের নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন, জুলুম ও অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

اَللّٰهُ اَکۡبَرُ! যখন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কারবালার ময়দানে, ইয়াজিদি জালিমদেরও নেকীর দাওয়াত দিচ্ছেন তখন আমাদেরও কি হক নয় যে, আমরাও নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিই? ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর গোলাম দাবীদারদের হক নয় কি যে, তারাও গুনাহের বন্যার সামনে বাঁধ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, নির্লজ্জতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, দ্বীনকে, দ্বীনি শিক্ষাকে, কুরআন ও হাদীসের আহকামকে পদদলিত করা হচ্ছে তো হোসাইনী দাবীদারদের উচিত নয় কি যে, তারা সময়ের কুরবান দিক, সম্পদের কুরবানী দিক এবং নেকীর দাওয়াতের জন্য, নেকীর দাওয়াতের জন্য ময়দানে নেমে যাক? হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! আমাদের হক হচ্ছে, অবশ্যই হচ্ছে, আমরা হোসাইনী, আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর গোলাম, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর পবিত্র জীবন থেকে

শিক্ষা গ্রহণ করি এবং হিকমতে আমলী সহকারে, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে, শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে নেকীর দাওয়াত দিই, মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করি। এটা কারবালার শিক্ষা আর এটা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আদর্শ।

নেক আমল নাম্বার ৩ এর তাগিদ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনি আপনারা শুনলেন! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানেও নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন এবং এটাও আপনারা জানেন যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুদ্ধের ময়দানে, তরবারীর ছায়ার মধ্যে এবং শত্রুদের সামনে থাকার পরও নামায ছাড়েননি, যদি আমরা সত্যিই হোসাইনী ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা রাখি তাহলে আমাদেরও উচিত নামাযের প্রতি যত্নশীল হওয়া নিজেরাও নামায পড়ি এবং অন্যদেরকেও নামাযের দাওয়াত দেয়া। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আমাদের যেই “৭২টি নেক আমল” দান করেছেন তার মধ্য হতে নেক আমল নাম্বার ৩ হলো “আপনি কি আজ ঘর, বাজার, মার্কেট ইত্যাদি যেখানেই ছিলেন, সেখানে নামাযের সময়ে নামায পড়ার পূর্বে নামাযের দাওয়াত দিয়েছেন? (যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যেকোন একজনকে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হতো)” এটার উপর আমলের বরকতে এক তো আমাদের নামাযের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নসীব হবে অপরটি হলো নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াবও পাওয়া যাবে আর আমাদের কেউ যদি আমাদের সাথে যাওয়াতে যদি কেউ সত্যিকারের নামাযী হয়ে যায় তাহলে اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ الۡکَرِیۡم নিজেদের তরীও পার হয়ে যাবে।

ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নানাজান, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে নেকীর দাওয়াত দেয় না ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়। **(তিরমিযি, ৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯২১)**

আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি! হে আশিকানে রাসূল! মনোযোগ দিয়ে শুনুন! যে নেকীর দাওয়াত দেয় না, যে মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করেনা যেহেতু সে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নানাজান নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শের উপর নেই তাহলে সে হোসাইনী কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সত্যিকারের হোসাইনী বানিয়ে দিক এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেয়ার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) কারবালা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খুতবা শুনেছি, যা তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ঐসময় বলেছেন: যখন ইয়াজিদ সৈন্যরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর রাস্তা আটকে দিয়েছিল, ঐ খুতবার মধ্যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইয়াজিদিদের পুরো নকশা বর্ণনা দিয়েছেন, অতপর শেষে বলেছেন: اَنَا اَحَقُّ مِنْ غَيْرِیْ অর্থাৎ ইয়াজিদকে জুলুম অত্যাচার থেকে বাধা দেয়ার জন্য অন্যের তুলনায় আমি অধিক হকদার। উদ্দেশ্য হলো; আমি হলাম নবীর নাতি, আমার স্থান ও মর্যাদা এটা যে আমি সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়ে ইয়াজিদকে তার জুলুম ও অত্যাচার থেকে বাধা প্রদান করবো, আমার নানাজানের দ্বীনকে পাহারা দিবো এবং উম্মতকে অভিশপ্ত ইয়াজিদের অপবিত্রতা থেকে বাঁচাবো।

ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী কারবালার সারাংশ বরং মগজ, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানে এই কুরবানী কেন দিয়েছেন? ক্ষুধা ও পিপাসা কেন সহ্য করেছেন? এজন্য যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দায়িত্বপরায়ণ ছিলেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিজ দায়িত্বের প্রতি সম্মানবোধ ছিলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ নানাজানের শহর মদিনায়ে মুনাওয়ারা ত্যাগ করতে হয়, এই দায়িত্ব পালনের জন্য ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কায়ে মুকাররমা ছেড়েছেন, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কূফার দিকে রওয়ানা হলেন, কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে চারিদিকে বেষ্টন করা হলো, তিনি দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি, পানি বন্ধ করে দিল, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি, হাজারো সৈন্য এনে দাঁড় করিয়ে দিল, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি, দুনিয়ার, সম্পদের লোভ দেখানো হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পিছপা হননি, ভয় দেখানো হলো, ইমাম হোসাইন দায়িত্ব পালনে পিছপা হননি, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভাই, ভাতিজা, নিজের চোখের সামনে শহীদ করা হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দায়িত্ব পালনে পিছু হটেননি, দুধের শিশু আলী আসগর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গলায় তীর চালানো হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি, শেষ পর্যন্ত কুরবান দিতে দিতে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বয়ং নিজে শহীদ হয়েগেলেন কিন্তু তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি এবং দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় তাঁর গোলামদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে যখন দায়িত্বের বিষয় আসবে, যখন যিম্মাদারীর বিষয় আসবে, ঐসময় বাহানা বানানো হয়না, ঐসময় কুরবানী দেয়া হয়।

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন!! এখন আমরা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করি! আমাদের সমাজে একটি কিছু লোক রয়েছে, এরকম লোকের যারা বাহানা বানিয়ে ফরয আদায় করা থেকে দূরে থাকে। অনেকে এরকম রয়েছে যাদেরকে নামাযের দাওয়াত দেয়া হয় তো নির্লজ্জতার সাথে বলে দেয়: আমার কাপড় ঠিক নেই বিভিন্ন বাহানা বানিয়ে থাকে। কেউ বলে: এখন ব্যস্ত আছি, কাল থেকে পড়বো, জুমা থেকে শুরু করবো, এই রমযান থেকে শুরু করবো ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ বলে:" মাওলানা! হালাল উপার্জন করাও ইবাদত। এক দল আছে যারা রমযানের রোযা রাখে না, কেন? এজন্য যে রোযা রেখে কাজ হয় না, হজ্ব ফরয হওয়া সত্বেও হজ্ব করে না, কেন? এজন্য যে কন্যাদের হাত আগে (অর্থাৎ এদেরকে বিয়ে দিতে) হবে, সুদ লেনদেন করে থাকে এবং সেটার নাম পরিবর্তন করে বলে যে: এটা তো সুদ নয়। নেশাজনিত জিনিস খেয়ে থাকে, পান করে এবং মনের সত্যায়নের জন্য বলে: এগুলো তো হারাম নয়। দ্বীনের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা করে, ফরয শিখা থেকে পালিয়ে থাকে, হেলা-ডুলা করে, অতপর এতে এই দাবী যে আমরা হোসাইনী।

গভীর মনোযোগ দিন! এটা কি হোসাইনী আদর্শ? ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তো তিনি, যিনি ফরয আদায়ের জন্য কারবালার ময়দানে অত্যাচার সহ্য করেছেন, পরিবার কুরবান দিয়েছেন, স্বয়ং নিজে শহীদ হয়েছেন আর এক দল হলাম আমরা ফরয আদায় করার জন্য ঘুম কুরবান দিতে পারি না, সময়ের কুরবানী দিতে পারি না, কিছু মিনিটের জন্য নিজের কাজ বন্ধ রাখতে পারি না, দোকান বন্ধ রাখতে পারি না। হোসাইনের নানাজান, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের কাছে তার পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। **(বুখারী, ৬২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৯)**

এই হাদীসে পাক মোতাবেক আমরা সকলেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আমরা আমাদের নিজেদের কর্তা, নিজেদের সন্তানদের কর্তা, নিজেদের পরিবারের কর্তা, আমরা যিম্মাদার এবং আমাদের নিকট যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, হায়! ঐটা কিয়ামতের ভয়ানক দিন! তামার জ্বলন্ত জমিন, আগুণ বর্ষণ করা সূর্য, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই উপস্থিত আর সামনে কাহহার! একটু চিন্তা তো করুন! আমাদের ভিত্তিহীন বাহানা কি ঐসময় কাজে আসবে? আজকে ফ্যাশনের নামে, স্বাধীনতার নাম নিয়ে, আধুনিকতার নাম দিয়ে ইসলামী শিক্ষাকে বিলুপ্ত করা হচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা তো করুন যে কিয়ামতের দিন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদরের নাতি তো দ্বীনের রাস্তায়, ফরয আদায়ের জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে শহীদ হয়েগেলো, তোমরা কি কিছু কুরবানী দিয়েছ? বলুন! তখন কি উত্তর দিবেন? হায়! ঐসময় জিহ্বা মাটির সাথে মিশে যাবে, যদি কেউ বাহানা বানিয়েও নিলো তাহলে তা শুনা হবে কখন? ঐটা শাস্তি ও প্রতিদানের দিন, ঐটা তো ন্যায়বিচারের দিন।

হে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **এর আশিকগণ!** আজ ফরয আদায় করার দিন, আজ নিজের যিম্মাদারী পালন করার দিন, বাহানা করে, উল্টো মানতিক চালিয়ে আমরা নিজেদের তো শান্ত করতে পারব কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতের অংশিদার হতে পারবো না, হোসাইনের নানাজান প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ হয়নি তো নিশ্চিত মেনে নিন! জান্নাতের সুঘ্রাণও নেয়া যাবে না, হায়! জাহান্নাম ঠিকানা হলো কি হবে! হায়! হায়! জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুণ, বড় বড় বিচ্ছু, মোটা মোটা সাঁপ শরীরের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় তো কি হবে। জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত পুঁজ পান করতে হয় তো কি করবেন?

হে আশিকানে রাসূল! এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী! কিছু রোযা, এখানে কষ্টও স্বীকার করতে হয় তো পেরেশানী কিসের? যদি নামাযের জন্য কিছু সময়ের জন্য ঘরের কাজ-কর্ম ও অন্যান্য কার্যাদি বন্ধ করতে হয়, দোকানও বন্ধ করতে হয়, নতুন নতুন ফ্যাশন অনুসরণ করতে মন চাই কিন্তু ধৈর্যধারণ করে, নফসের আকাংখাকে ধমিয়ে রাখুন, গুনাহের দিকে মন ধাবিত হয়ে থাকে কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রেখে ধৈর্যধারণ করুন, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুরবানী দিয়ে যেই দ্বীনের হেফাযত করেছে, ঐ দ্বীনের শিক্ষার উপর আমল করুন, যদি এই সামান্য কুরবানী দিয়ে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায়, হোসাইনের নানাজান রাসূলে করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতের সদকায় জান্নাত ঠিকানা হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিত করে নিন! এটা অত্যন্ত সহজ ব্যবস্থাপনা।

আল্লাহ পাক ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় "দায়িত্ববোধ" এর নেয়ামত দান করুক, হায়! আমাদের যদি দায়িত্ববোধ নসীব হয়ে যেতো। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন মযলুমে কারবালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন কারবালার ঘটনাবলি আরেকটু গভীর মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করুন! কারবালার ময়দানে কে জালিম ছিল? ইয়াজিদ জালিম ছিলো। মযলুম কে ছিল? ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও তাঁর সাথীগণ। বুঝা গেলো, জালিম হওয়া ইয়াজিদি আদর্শ আর মযলুম হওয়া, এটা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আদর্শ। যে বলে: আমি হোসাইনী তার উচিত, মযলুম হতে হলো মজলুম হওয়া, জুলুমের পাহাড়ও

যদি পতিত হয় তাহলে তাও সহ্য করা কিন্তু কখনো জালিম না হওয়া কেননা জালিম হওয়া ইয়াজিদি স্বভাব।

হয়তো আমরা বলে দিই; আমরা তো কারো উপর জুলুম করি না কিন্তু যদি শান্ত মনে চিন্তা করি তাহলে হয়তো জালিমের একটি বড় দল বের হয়ে আসবে। জি হ্যাঁ! এটা সত্য, আমরা জুলুমের আসল সারাংশ বুঝি না, জুলুম শুধুমাত্র হত্যা করার নাম নয়, জুলুম শুধুমাত্র চুরী, ডাকাতি করার নাম নয়, জুলুমের সারাংশ অনেক বড়। আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাণীর সারাংশ হলো: প্রত্যেক ঐ ক্ষতি বা কষ্ট, যেটা শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কারো দ্বীন, সম্মান, প্রাণ, শরীর, সম্পদ বা শুধুমাত্র অন্তরে পৌঁছানো, এই কষ্ট হোক মুখে , হোক কাজে, হোক বর্জন করার কারণে অর্থাৎ (কোন কাজ করার ছিলো, করল না যার কারণে অন্যের নিকট কষ্ট সাধিত হয়েছে), এটাকে জুলুম বলা হয়। জুলুমের মোট ১৮টি প্রকার রয়েছে আর প্রত্যেকটি প্রকারের পিছনে হাজারো প্রকারভেদ পাওয়া যায়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৯-৪৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন দেখুন! কোন বিষয় জুলুমের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যেমন ✸ হাতের আস্তিন উঠিয়ে কারো দিকে ঝাপিয়ে পড়া, তার মনে কষ্ট পেল, এটা জুলুম ✸ কাউকে চোখ রাঙিয়ে দেখল, আর সে মনে কষ্ট পেল এটা জুলুম ✸ কারো কর্জ আটকে রাখল ✸ গালি দিল ✸ অভিশাপ দিল ✸ মজা করল ✸ কটাক্ষ করল ✸ নাম বিকৃত করল ✸ চুরী করল ✸ সম্পদ আত্মসাৎ করল ✸ লুণ্ঠন করল ✸ সুদ নিল ✸ জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করল ✸ ওজনে কম দিল ✸ মাতা-পিতাকে কষ্ট দিল ✸ প্রতিবেশিদের কষ্ট দিল ✸ রাতে শোরগুল করে অন্যের ঘুম নষ্ট করল ✸ রাস্তায় বেষ্টনী দিবে ✸ ভুল পার্কিং করে কষ্টের কারণ হওয়া ✸ দোষ-ত্রুটি আরোপিত করল ✸ অপবাদ দিল ✸ অনুমতি

ছাড়া কারো কোন জিনিস ব্যবহার করল, এসবকিছু জুলুম ও জুলুম হোক ছোট বা বড়, জুলুম, জুলুমই হয়ে থাকে, যদি আমরা সত্যিকার হোসাইনী হতে চাই, যদি আমরা সত্যিই ইয়াজিদি কর্মকান্ডের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকি আমাদের প্রতিটি জুলুম ছেড়ে দিয়ে ভদ্র মানুষ হতে হবে আর আল্লাহ না করুক! কারো উপর জুলুম করে থাকি তাহলে তাওবাও করতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমাও চাইতে হবে।

এখানে এই বিষয়টিও মনে রাখবেন যে, সম্মানীত সে নয় যে শুধুমাত্র সম্মানীত ব্যক্তিদের সামনে সম্মান দেখিয়ে থাকে বরং যে সত্যিকারের সম্মানীত সে সম্মানীত ব্যক্তিদের সামনে তো সম্মানীত হয়ে থাকে, এর পাশাপাশি অভদ্র লোকদের সামনেও সম্মানীত হয়ে থাকে, যে এটা বলে: ভালো লোকদের সাথে ভালো আর মন্দ লোকের সাথে মন্দ, যে বাকা আঙ্গুলে ঘি নেয়, যে বলে: মিয়া! ভদ্রতার যুগ নেই, এদের চিন্তা করা উচিত যে, এরা কোন দলের, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে নাকি ইয়াজিদের পক্ষে?

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো তাঁর গোলামদের নিকট সম্মানীত ছিলো এবং ইয়াজিদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়েও اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! সম্মানীতই ছিলেন সুতরাং এটা কিভাবে বলা যেতে পারে; ভদ্রতার যুগ নেই? ভদ্রতার যুগ ছিলো, ভদ্রতার যুগ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ব্যস আমরা ভদ্র হয়ে যায় তবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শক্তি ও ক্ষমতার নেশা

একটি অনেক বাতেনী রোগ: ক্ষমতার নেশা। সত্যিকার হোসাইনী হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই রোগ নিজের ভিতর থেকে দূর করতে হবে। কেননা জুলুম সাধারণত সেই করে থাকে যার মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতার নেশা

থাকে, পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের ক্ষমতার নেশা ছিলো, ইয়াজিদ মুকুট ও সিংহাসন এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় মত্ত ছিলো, এজন্য সে আহলে বাইতদের উপর জুলুমের পাহাড় তুলে দিয়েছে, যদি সে বিনয় প্রদর্শনকারী হতো তাহলে এতো বড় সাহস করত না।

এটাও স্বরণ রাখুন! শক্তি ও ক্ষমতার নেশার মধ্যে শক্তি থাকাটা জরুরী, অনেক সময় শক্তি থাকে না, লোক নিজের চিন্তাধারায় নিজে নিজেকে শক্তিধর মনে করে। মাওলানা রুমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

নফসে কাস রা ফিরাউন নিসত,
লাইক উ রা আউন কাস রা আউন নিসত।

অর্থাৎ কে আছে যার নফসে আম্মারা ফিরাউন নয়, ফিরাউনের মিসরের সিংহাসন মিলেছে, সকলের সিংহাসন মিলেনি।

এটা মূল বিষয়, যে নিজের ভিতর থেকে শক্তি ও ক্ষমতার নেশা দূর করে নিয়েছে, "আমি, আমি" করে না, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে অথবা এটা বলে দিন: নিজের ভিতরের ফিরাউনকে শেষ করো সত্যিকার্থে ঐ ব্যক্তি জুলুম থেকে বাঁচতে পারবে। সমাজের মধ্যে চিন্তা করে দেখুন! যে বিনয়ি হয়ে থাকে, সে কখনো অন্যকে কষ্ট দেয় না, যদি অজান্তে কাউকে কিছু বলে বসে তাহলে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নেয় আর যে বিনয়ী হয়না, যে নিজে নিজেকে কিছু একটা মনে করে, সে কথায় কথায় আস্তিন তুলতে তাড়াহুড়া করে।

এজন্য যদি আমরা সত্যিকারের হোসাইনী হতে চাই তাহলে আমাদের ভিতরের ফিরাউন (অর্থাৎ নফসে আম্মারা) কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, বিনয়ি হতে হবে। এটাও মনে রাখুন! বিনয়ি দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা মানুষকে ভয় করা শুরু করে দিই, নয়, নয়, মানুষকে ভয় করা তো কাপুরুষতা, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কাপুরুষ ছিলেন না, ইমাম

হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তো পরিপূর্ণ বীর ছিলেন। বিনয়ি মানুষকে ভয় করার মাধ্যমে হয়না, বরং সত্যিকারের বিনয় তো আল্লাহ পাককে ভয় করার মাধ্যমে নসীব হয়ে থাকে।

হযরত সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام হলেন আল্লাহ পাকের নবী, তাঁর দরবারী প্রসিদ্ধ পাখি: হুদহুদ। একবার হুদহুদ পাখি হযরত সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام এর অনুমতি ব্যতীত কোথাও চলে গেলো, হুদহুদের এই আচরণে হযরত সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: হুদহুদ ফিরে আসে তো আমি তাকে শাস্তি দিবো। যখন হুদহুদ ফিরে আসল আর দেখল যে হযরত সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام জালালিয়্যতে তখন সে বিনয় প্রদর্শন করল, নিজের পলকসমূহ জমিনের সাথে লাগিয়ে হাজির হলো এবং অবস্থা বুঝে, আদবের সীমার মধ্যে থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ হওয়ার কথা বর্ণনা করে দিল, ব্যস কিয়ামতের কথা শুনতেই, হযরত সুলায়মান عَلَیۡہِ السَّلَام কেঁপে উঠল এবং তিনি হুদহুদকে ক্ষমা করে দিলেন।

(তাফসীরে খাযিন, পারা: ১৯, সূরা নমল, আয়াতের তাফসীর ২১, ৩/৩৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও খোদাভীতি নসীব করুক, হায়! যদি আমরা বিনয়ী হয়ে যেতাম, হায়! যদি সত্যিকারের হোসাইনী হয়ে সব সময় ভদ্র হয়ে থাকতাম, মযলুম তো হবই কিন্তু কখনো যেন জালিম না হই। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

স্পোর্টস্ ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ৮০টির চেয়েও বেশি বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনির খিদমত করে যাচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামী যেখানে বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে নেকীর

দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে স্পোর্টসের সাথে সম্পৃক্ত খেলোওয়াড়দের সংশোধন ও দ্বীনি প্রশিক্ষণের জন্যও "স্পোর্টস্ ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ বিভাগ" নামে একটি বিভাগ গঠন করেছে, যেটা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো খেলোওয়াড়দের মধ্যে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"। এটা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা দেয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! অনেক খেলোওয়ার ও তাদের পরিবারদের নেকীর দাওয়াত দিতে এবং তাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এটার মানসিকতা দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযিলত ও কিছু আদব বলার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ অর্থাৎ অর্থাৎ উম্মতের ফ্যাসাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করবে তাকে একশত শহীদের সাওয়াব দান করা হবে।

(যুহদ কবির, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭)

হার কাম শরীয়াত কে মোতাবেক মে করোঁ কাশ!
ইয়া রব তু মুবাল্লিগ মুঝে সুন্নাত কা বানা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোগীর সেবা করা সুন্নাতে মুস্তফা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র দুইটি বাণী: (১) যে রোগীকে দেখতে যায় সে জান্নাতের বাগান সমূহে বসে থাকে, যখন সে দাড়ায় তো ৭০জন ফিরিশতা রাত-দিন পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করে থাকে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৭১)** (২) যে সাওয়াবের আশায় নিজ মুসলমান ভাইকে (অসুস্থ অবস্থায়) দেখতে যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্ব পর্যন্ত দূরে করে দেয়া হবে। **(আবু দাউদ, ৫০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৯৭)**

হে আশিকানে রাসূল! রোগীর সেবা করা সুন্নাতে মুস্তফা এবং সুন্নাতে আম্বিয়া ✸ নবীদের নবী রাসূলে করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বভাব ছিলো যে কোন যেকোন সাহাবি অসুস্থ হয়েছে শুনেন তো তিনি তার তিনি তাকে দেখতে তাশরিফ নিয়ে যেতেন। ✸ যদি কোন ব্যক্তি ৩দিন মসজিদে অনুপস্থিত থাকত তো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন, যদি সে অসুস্থ হতো তখন তাকে দেখতে যেতেন। **(মুসনাদে আবি ইয়া'লা, ৩/১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪২৯)**

ঘোষণা

সেবা করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)